১২-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা দেহী - অভিমানী হয়ে থাকো, এটাই হল সবথেকে বড় লক্ষ্য, দেহী - অভিমানীদেরই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হবে, তারা বাবা আর পরমধাম ছাড়া অন্য কোনো কিছুই চিন্তা করবে না"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি বিষয়ের ধারণায় ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য পুঁজি জমা হয়ে যায় ?

উত্তর :- শ্রীমতে চলে নিজের এবং অন্যের উপকার করানোতে । উপকার সেই করতে পারে যে সম্পূর্ণ দেহী - অভিমানী হতে পারে, যার বুদ্ধি শুদ্ধ থাকে । দেহ - অভিমানে এলে অপকার হয়ে যায় আর জমানো পুঁজিও শেষ হয়ে যায় । ঘাটতি বা ক্ষতি হয়ে যায় । ক্রোধের ভূতও অপকারই করে তাই নিজের স্বভাব খুব মিষ্টি করতে হবে ।

গীত - এ কে এল আজ অরুণোদয়ের প্রাতে.....

ওম শান্তি । যখন পরমাত্মা এসে জীবাত্মাদের সাথে মিলিত হন তখন জীবাত্মারা তাদের জীব ভাব ভুলে যায় । তারা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আমরা হলাম আত্মা, পরম পিতা, পরমাত্মার সন্তান । বাকি যা কিছুই আমরা দেখি, এই দেহ সমেত দেহের সর্ব সম্বন্ধী ইত্যাদি, এ তো স্মরণে থাকাই উচিত নয় । বাবা আসেনই তো বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । তোমরা চমকে ওঠো যে, এ কি রকম হবে । ব্রহ্মার অন্ধকারের রাত সম্পূর্ণ হলেই প্রভাত হয় । দেহ সহিত দেহের যত সম্বন্ধ আছে সব ছিন্ন হয়ে যায় । তাই তোমরা চমকে যাও যে, এ কি হয়ে গেলো ! এই পুরানো দুনিয়া নজরে আসে না । কেবল বাবা আর পরমধামই দৃশ্যগোচর হয় । এ তো অতি আশ্চর্য । কিন্তু বাবাকে সম্পূর্ণ না চেনার কারণে বা বুদ্ধিযোগ না লাগার কারণে দেহ - অভিমান সম্পূর্ণ দূর হয় না । তাদের আমরা বানর সম্প্রদায় বলি । যখন তোমরা দেহী - অভিমানী হবে,তখনই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হবে । বানর সম্প্রদায়কে নারদ রূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । সেও ভক্ত ছিলো, একতারা বাজাতো । তাকে বাবা দেখিয়েছিলেন যে, দেখো তুমি বানর সম্প্রদায়ের । তাই দেহী - অভিমানী হয়ে থাকা খুব মুশকিলের, যদিও তোমরা পবিত্র থাকো তবুও এ অনেক বড় লক্ষ্য । এমন ভালো বা খারাপ মানুষ তো হয়েই থাকে । এখন সন্ন্যাসীরা বাড়িঘর ছেড়ে দেয়, পবিত্র থাকে । যারা বাড়িঘর ত্যাগ করে না,গৃহস্থী, তারা গিয়ে সেই সন্ন্যাসীদের গুরু বানায় । কলিযুগী দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রই নাস্তিক এবং নির্ধন । তারা হে ভগবান, হে পরম পিতা বলে ডাকতে থাকে কিন্তু তাঁকে জানেই না যে আসলে তিনি কে ? ডাকতে ডাকতে তারা কাহিল হয়ে পড়ে । তারা বলেও দেয় যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তারা বন্দনাও করে কিন্তু সঠিক জানে না । এ তো বোঝার বিষয় । ভগবান উবাচঃ, গীতাতেও তো ভগবান উবাচঃ আছে -- - এখানে হলো আসুরী সম্প্রদায় । ভগবান কেন বলেন যে, তোমরা বানর সদৃশ্য । নিজেদের মুখ তো আয়নায় দেখো । মানুষ তো ভগবানকে জানে না কিন্তু খুঁজতে থাকে তাই মানুষেরই ভগবানকে পাওয়া উচিত । তারা খুঁজতে থাকে কিন্তু পায় না । তাই যখন ভগবান আসেন, তখন তিনি এসেই নিজের পরিচয় দেন । গীতায় সম্পূর্ণ পরিচয় আছে । তিনি বলেন --- আমি রুদ্র । আমি রুদ্রই এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছি । যদি বলা হয় কৃষ্ণ রচনা করেছিলেন তাহলে বলবে, আমি কৃষ্ণ তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি । কিন্তু কৃষ্ণ জ্ঞান যজ্ঞ তো হয়ই না । এ তো তোমরা বাচ্চারাই জানো, বাকি তো সব মনুষ্য মাত্রই আয়রন এজে আছে । তারা মুখ থেকে পাথরই বের করতে থাকে । যারা

মিথ্যা কথা বলে তাদের জন্য বলা হয় --- এদের মুখ কালো । যখন সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয় সেইসময় সৃষ্টি রজো হয়ে যায় । তাই ভারতকে এই পবিত্রতায় স্থিত করার জন্য পবিত্র ধর্মের স্থাপনা হয় । তাদের রজোগুণী সন্ন্যাসী বলা হয় । সন্ন্যাস তো তারা অবশ্যই করে কিন্তু তা রজোগুণী । তারা কখনোই সতোপ্রধান হয় না । যখন ভারত কাম চিতায় বসে জ্বলতে শুরু করে, তখনই এই ড্রামাতে সন্ন্যাসের পার্ট শুরু হয় । তাকে কখনোই সহজ রাজযোগ বলা হবে না । তা কখনোই ভগবান শেখান নি । তারা তো ভগবানকেই জানে না । কৃষ্ণকে যে দ্বাপরে নিয়ে গেছে, এ অনেক বড় ভারী ভুল করে দিয়েছে । বাবা বসে এই ভুলে যাওয়া মানুষদের বোঝান । কিন্তু তা বোঝাতে অনেক রিফাইন বুদ্ধির প্রয়োজন । সন্ন্যাসীরা বলে তোমরা সন্ন্যাস ধর্মের নিন্দা করো । তাদের বলো যে, তোমরা এসে বোঝো । প্রথমে বলো, তোমরা নিন্দা কাকে বলো । পরম পিতা পরমাত্মা যিনি সবার বাবা, যিনি গীতার ভগবান, তিনিই বুঝিয়েছিলেন, কৃষ্ণ কিন্তু নয় । পরম পিতা পরমাত্মা এসেই বলেছিলেন যে, এ হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । মানুষের বুদ্ধি জর্জরিভূত এবং আসুরী হয়ে গেছে । এ হলোই পতিত আসুরী রাজ্য । আর সত্যযুগে থাকে পবিত্র দৈবী রাজ্য । ওই সন্ন্যাসীরা ভাবে, তারাই ভগবান কিন্তু তা তো নয় । ঈশ্বর তো সকলেরই একজন, যাঁকে সবাই স্মরণ করে । এ হলো বোঝার মতো কথা । তোমরা যদি বুঝতে চাও তো বোঝো । কিন্তু বোঝানোর জন্য স্বচ্ছ বুদ্ধির প্রয়োজন । যাদের মধ্যে ক্রোধের ভূত থাকবে, তারা কি বোঝাবে । ক্রোধের ভূত, মোহের ভূত, লোভের ভূত --- এমন ছোটো - বড় ভূত তো থেকেই থাকে । স্বভাবই তো মন্দ হয়ে গেছে । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদের দিয়েও মায়া কিছু না কিছু করিয়ে নেয় । এ সমস্তই হলো দেহ অভিমানের শয়তানী । দেহ অভিমান এলেই সে বানর তুল্য হয়ে যায়, তখন আর মন্দিরের যোগ্য থাকে না ।

তোমরা জানো যে, দেবী - দেবতারাই মন্দিরের উপযুক্ত হয় । তাঁদের জন্যই মন্দির বানানো হয় । সত্যযুগে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকেই শিবালয় বলা হয় । সকলেই মন্দিরে থাকে । সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পবিত্র মন্দিরে পর্যবসিত হয় । এই বিশ্ব শিবালয় হয়ে যায়, যেখানে যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা, সকলেই পবিত্র থাকে । তাই এই কথা কাউকে খুব যুক্তির সঙ্গে বোঝাতে হয় । ইঁদুর যখন দংশন করে তখন ফুঁ দিতে থাকে । তাদের এই বুদ্ধি আছে । কোনো সন্ন্যাসী ইত্যাদি এলে প্রথমে অনেক যুক্তির সঙ্গে তাঁদের মহিমা করা উচিত । আসুন সন্ন্যাসী জী, আপনি তো খুবই সৎ, সন্ন্যাস নিয়েছেন, গৃহত্যাগ করেছেন । তোমরা জানো যে সন্ন্যাস হলো দুই প্রকারের । এক হলো গৃহত্যাগের সন্ন্যাস আর আর দ্বিতীয় হলো গৃহত্যাগী না হওয়ার সন্ন্যাস । গৃহস্থ জীবনে থেকেই রাজযোগ শিখে স্বর্গের মালিক হতে হয় । কখনো এইকথা শুনেছো ? মানুষ বলবে যে, এই কথা তো কোনো শাস্ত্রেও নেই । গীতাতে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়ে তাঁকে দ্বাপরে করে দিয়েছে, তাহলে বুঝবে কি করে ? তখন চিত্রের উপরও বোঝাতে হয় । তোমাদের হলো গৃহত্যাগ করার সন্ন্যাস । সবাই তো তা ছাড়বে না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ । তোমরা তো প্রবৃত্তিতে থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করো নি, আমরা তা করছি । আমরা পরম পিতা পরমাত্মার সাহায্য পাচ্ছি । এমনভাবে গৃহস্থ জীবনে থেকে পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করলে আমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবো । সত্যযুগে দেবী - দেবতারা পবিত্র ছিলেন, এখন তা নেই । কলিযুগের পরে তো আবার সত্যযুগ আসতে হবে । বাবা এসেই সত্যযুগের স্থাপন করেন । তিনিই আমাদের প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুলের সমান পবিত্র বানান । তোমরা বলো যে, আগুন আর তুলো একসাথে থাকতে পারে না । কিন্তু এখানে থাকে । তোমাদের কাছে তো প্রাপ্তির এম অবজেক্ট কিছুই নেই । বেহদের বাবা যখন আসেন, তখন পুরানো সৃষ্টির বিনাশ আর নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হয়ে যায় । এই জ্ঞান আমরা নতুন দুনিয়ার জন্যই পাই । বাবা বলেন, দেহ সহিত তোমাদের যা সম্বন্ধ ইত্যাদি আছে সবাইকে ভুলে,

নিজেকে দেহী মনে করে আমাকে স্মরণ করো । আমাদের এই রাজযোগ হলো সতোপ্রধান । এখন তো হলো তমোপ্রধান, এরপর তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান সৃষ্টি অবশ্যই হতে হবে । সতোপ্রধান বানান একমাত্র রচয়িতা বাবাই । আমরা সেই বেহদের বাবার কাছেই এই কথা শিখছি । কৃষ্ণর কাছ থেকে নয় । ভগবান হলেন একজনই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকে দেবতা বলা হয় । তাঁদের নীচের তলারদের মানুষ বলা হয় । ভগবান থাকেনই পরমধামে । আমরা আত্মারাও সেখানেই থাকি । এমন স্বচ্ছভাবে বোঝাতে হবে । কিন্তু সম্পূর্ণ যোগ না হওয়ার কারণে ধারণা হয় না । বাবা যা বোঝান তা থোড়াই কারোর স্মরণে আসে । যদিও বাচ্চারা বলে, আমরা স্মরণ করি কিন্তু বাবা তা মানেন না । যদি তোমরা স্মরণ করো তাহলে বুদ্ধি শুদ্ধ হওয়া চাই আর ধারণাও সুন্দর হওয়া উচিত । ধারণা হলে তখন ধরণা করাতেও হবে । তোমাদের উপকার করতে হবে । তোমরা জানো যে বাবা এসে সকলেরই উপকার করেন । মায়া রাবণ অপকার করে । বাবা এসে একবারই এমন উপকার করেন যে ২১ জন্মের জন্য আমাদের উপকার হয়ে যায় । উপকার করো বা কৃপা, আশীর্বাদ ইত্যাদি যাই বলো না কেন দ্বাপর থেকে আবার অকৃপা শুরু হয়ে যায় । রাবণ অপকার করে । এই শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা যে কোনো মানুষেরই উপকার করতে পারবে । এরপর দেহী - অভিমানী হলেই অপকার করা শুরু করে দেবে । উপকার করার ফলে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য পুঁজি জমা হয় । অপকার করলে যা জমা হয়, তাও শেষ হয়ে যায় । যখন তোমরা উপকার করা জানো তখন তা তো করতে হবে । উপকার করতে যদি না জানো তাহলে অবশ্যই আসুরী মতে আপকারই করবে । প্রত্যেক মানুষ একে অপরের অপকারই করে । কাম কাটারি চালায় । বাবাকে যদি ভুলে যায় বা উপকার করতে যদি ভুলে যায়, তারা অবশ্যই অপকারী হবে । এক সেকেণ্ডে উপকার আবার সেকেণ্ডেই অপকার করে দেয় । ভালো ভালো বাচ্চারা কতো উপকারী ছিলো । উপকার করার শিক্ষা তারা জানতো । নিজের উপরও যেমন উপকার করতো তেমনই অন্যের উপরও উপকার করতো । কিন্তু মায়ার চক্রে এসে তারা ভাগন্তী হয়ে গেলো । অপকারী হয়ে গেলো । তারা কতো অপকার করতে শুরু করলো । মানুষ তো মনে করে অবশ্যই কিছু হয়েছে যে কারণে এরা চলে গেছে । আমরা তাহলে কিভাবে সেখানে যাবো । তারা গিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে । যারা উপকার করে নিজের খাতা জমা করেছিলো তারা আবার অপকার করে এই জমা খাতাকে মাটিতে মিশিয়ে দেয় । এমন অনেক হয়েছে আর ভবিষ্যতে হতেও থাকবে । দেখো, যারা উপকার করেছিলো, তারাই আবার দেহ - অভিমানে এসে অপকারী হয়ে গেলো । মানুষ মানুষের উপর অপকারই করে । শ্রীমতে না চললে কেউই উপকার করতে পারে না । রাবণের মতই অপকার করায় । এখনই শ্রীমত আবার এখনই রাবণের মতে চলতে থাকে । ক্রোধের ভূত এলেই অপকার করে ফেলে । আর বাবার উপর অপকারের কলঙ্ক লাগিয়ে দেয় । বাবার নিন্দা করিয়ে দেয় । বাবা কি বলবে, ঈশ্বরীয় সন্তান কি এমন হয় ! এরা বাবার মন থেকে নেমে যায় । কারোর ভূত দূর হয়ে গেলে তারা আবার বাবার মহিমাও করে । ক্রোধ ভীষণ খারাপ অভ্যাস তাই বাবা সবসময় বলেন, তোমরা মিষ্টি স্বভাব সম্পন্ন হও । ক্রোধের স্বভাব হলো অজ্ঞানীদের । বাবা বোঝান যে মমত্বকে সম্পূর্ণ ছাড়তে হবে । মমত্ব ছাড়তে ছাড়তে যখন অন্তিম সময় আসবে তখন তোমরা সম্পূর্ণ হবে । এ হলো এক রেস । বাচ্চারা জানে যে, মাম্মা বাবা সবার আগে পৌঁছায় । তাই তাঁদের মতো চলে তাঁদের অনুসরণ করা উচিত । মা - বাবার হৃদয়ে বিরাজ করলে হৃদয়াসনেও বসতে পারবে । নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমরা লক্ষ্মীর মতো অর্থাৎ মা - বাবার হৃদয়াসনে বসার যোগ্য হয়েছি কি ? যদি মনে করে যে, আমাদের মধ্যে ক্রোধ আছে, তাহলে কখনোই হৃদয়ে বিরাজ করতে পারবে না । না ভবিষ্যতে মহারাজা - মহারাণী হতে পারবে । প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে হবে । যদি ট্রেটর হয়ে যাও তাহলে ওখানে গিয়ে চণ্ডাল হতে হবে । হুবহু

আগের কল্পের ঘটনাই বাবা রোজ রোজ শোনাতে থাকেন । সেখানে কোনো তফাৎই হয় না । জ্ঞানের কতো নেশা থাকা উচিত । কিন্তু যারা সেবায় থাকবে তাদেরই এই নেশা থাকবে, যারা যেমন সেবা করবে, তারা তেমন ফল অবশ্যই পাবে । এক নম্বর হলো জ্ঞান দান করা । এতে অনেককে সুখ দান করে চক্রবর্তী বানাতে হবে । অন্যদের এমন বানাবে, সার্ভিসের তো খুব সুন্দর সুন্দর যুক্তি বলে দেওয়া হয় । যে কোনো জায়গায়ই এই সেবা হতে পারে । তবুও একশো জনের মধ্যে একজনই যাবে । এ অনেক পরিশ্রমের কাজ ।

এমনভাবে রাত - দিন বাবার বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকে । অনেক প্রকারের বিচারই চলে । কতো বিঘ্ন আসে । এই বিশ্বকে পবিত্র স্বর্গ বানাতে হবে । এরজন্য অথৈ খেয়াল চলতে থাকে । এই খেয়াল করতে করতে রাত থেকে সকাল হয়ে যায়, এইজন্য গায়ন আছে --- নিদ্রাকে জয়কারী --- ব্রহ্মা বাবার তো কখনো কখনো নিদ্রাও আসতো না । বাচ্চাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে হবে তাই এই সতর্কতা তো থাকেই । বাচ্চারা, তোমাদেরও এই সতর্কতা থাকা উচিত যে, আমরা শ্রীমতে কতো পর্যন্ত চলতে পারছি । বাপদাদার সঙ্গে আমাদেরই কাঁধ দিতে হবে । সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকেই খালি করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কখনোই রাবণের মতে চলে, দেহ - অভিমানে এসে বাবার অপকার করবে না, নিন্দা করাবে না । শ্রীমতে চলে নিজের তথা সকলের উপকার করতে হবে ।

২) ক্রোধের ভূত প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয় । খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে । যুক্তির সঙ্গে সেবা করতে হবে ।

বরদান :- নিজের শুভ ভাবনার সঙ্কল্পের দ্বারা প্রতিটি আত্মার মধ্যে উৎসাহ ভরে দিতে সমর্থ প্রকৃত সেবাধারী হও

বাচ্চারা, তোমাদের শুভ ভাবনা হলো, প্রতি আত্মা যেন বাবার থেকে প্রাপ্তির এক ফোঁটাও অনুভব করতে পারে, এই শুভ ভাবনার ফলে, সেই আত্মারা অনুভব করার বল প্রাপ্ত করতে পারে । এই শুভ ভাবনার সংকল্পে অনেক বড় শক্তি আছে, যা চারিদিকের পরিবেশকে পরিবর্তন করে দেয় । তাই প্রকৃত সেবাধারী সেই, যে স্বয়ং উৎসাহে থাকে আর উৎসাহের সঙ্গে সেবা করে আর অন্য আত্মাদের বাবার পরিচয়ের দ্বারা উৎসাহে ভরপুর করে । উৎসাহ এমনই এক জিনিস যার সামনে পরিস্থিতি কিছুই নয়, সে তখন আঘাত করার পরিবর্তে সমর্পিত হয়ে যায় ।

স্লোগান :- বাপদাদার সাথে অটুট ভালোবাসা থাকলেই ঈশ্বরীয় মর্যাদায় চলা সহজ অনুভূত হবে ।